‘সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা থাকেন তাদের ইনফরমেশন টেকনলোজি সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই’

মোঃ সবুর খান
সভাপতি, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

দেশের তথ্য প্রযুক্তি শিল্প এখন কোথায় দাঁড়িয়ে? তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে সরকারের মনোভাব কী? এছাড়াও সংশ্লিষ্ট আরো প্রশ্ন নিয়ে আমরা হাজির হয়েছিলাম কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোঃ সবুর খানের সামনে। সম্প্রতি হয়ে যাওয়া কম্পিউটার মেলা নিয়েও কথা হয়েছে তার সাথে। তিনি ২০০০কে শুনিয়েছেন আশার কথা।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুদ্দোজা বাবু** ও **ফাহিম হুসাইন**। ছবি: **আনোয়ার মজুমদার**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি এবং দেশের নামকরা কম্পিউটার প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে আপনার কাছে জানতে চাইছি, বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি এখন কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে?

সবুর খান : বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে গতি এলো ট্যাক্স এবং ভ্যাট ফ্রি করার পর। সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার কিংবা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো ১৯৯৭ সালের আগ পর্যন্ত ঢাকাকেন্দ্রিকই ছিল। কিন্তু এখন উপজেলা শহরগুলোতেও এর বিস্তৃতি ঘটেছে। তথ্যপ্রযুক্তিকে ঘিরে আমাদের মূল স্বপ্নটাই হচ্ছে বিদেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করে দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা। ’৯৫ সাল থেকে আমরা সরকারকে বলে আসছি, একটা তথ্যপ্রযুক্তি নীতি দরকার। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যদি একটি নীতি না থাকে তাহলে সত্যিকার অর্থে ওই শিল্পের ভবিষ্যৎটা কি তা জানা সম্ভব নয়। গত এক দশকেও যেহেতু নীতিটা হয়নি ফলে আমরা এখনও মাঝামাঝি অবস্থান করছি। এটাকে আমি বলবো, এখন আমরা একটা ট্রানজিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। মোট কথা, আন্তর্জাতিক বাজারে ঢোকার মত অবস্থা কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। এর পরবর্তী স্টেপ নেওয়ার কথা সরকারের। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে সরকারের এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি নেই। সরকার সেটা না করলে আমরা সারা জীবন এই অবস্থানেই পড়ে থাকবো। এই পর্যায় চলতে থাকলে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপারে সাধারণ মানুষ হতাশ হয়ে যাবে।

২০০০ : নীতি হলেই কি আইটি সেক্টরে সব সমস্যার সমাধান হবে?

সবুর খান : নীতি হলে ডিরেকশন থাকে। আমি একটি সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি। বাংলাদেশ ব্যাংক গত দেড় বছর যাবৎ প্রায় ১০০ কোটি টাকার লিকিউডিটি ফান্ড রেখে দিয়েছে। সফটওয়্যার খাতকে ডেভেলপ করার জন্য তারা এই ফান্ডটা দেবে। বাংলাদেশের কোনো কম্পিউটার ব্যবসায়ী কিন্তু এই ফান্ডটা নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেননি। কারণ হচ্ছে, সরকার এমন কিছু নীতি এই ফান্ডটাতে রেখেছে যাতে করে কোনো কোম্পানি এই ফান্ড ব্যবহার করার পর আসলেই লাভবান হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আসলে যারা এই ফান্ডটা ব্যবহার করার নীতি প্রণয়ন করেছে তারা আইটি পলিসি না থাকার কারণে তাদের মনগড়া একটি পলিসি নিয়েছে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখে আসছি সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ছাড়াও সরকারের যে ব্যাংকগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে যারা লোন পাচ্ছে তারা বড় কোনো কোম্পানি নয়। এর পেছনে কারণ হচ্ছে এই ফান্ডটা একটি কোম্পানি ৯%, ১১% কিংবা ১২% সুদে নেবে সফটওয়্যার রপ্তানি করার জন্য। কিন্তু সফটওয়্যার রপ্তানির জন্য দরকার হলো দেশের কিছু স্ট্রং কমিটমেন্ট। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে কিন্তু সুনির্দিষ্ট পলিসি রয়েছে। গার্মেন্টেসের কোনো টাকা যদি ব্যাংকে আসে সে ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তন করবে না। আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে এ ধরনের কোনো পলিসি না হলে তার বিকাশ সম্ভব নয়। হার্ডওয়্যার শিল্প বিকাশ হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্ব বিখ্যাত যত কোম্পানি আছে সবার উপস্থিতি আমাদের দেশে আছে। কিন্তু বাংলাদেশে কোনো হার্ডওয়্যার ম্যানুফেকচার হচ্ছে না এবং হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। কারণ ওই রকম পরিবেশ নেই। এখন সরকার যদি একটি পলিসি করে দেয়, বাংলাদেশে কোনো বিদেশী কোম্পানি হার্ডওয়্যার ম্যানুফেকচারিং প্লান্ট খুলতে চায়, তাহলে ঐ প্রোডাক্টের ওপর ১০০ কিংবা ২০০ পারসেন্ট ট্যাক্স দিতে হবে। এতে হবে ঐ প্রোডাক্ট বাইরে থেকে কেউ আমদানি করতে সাহস পাবে না। এখন সরকার যদি এই পলিসিগুলো না নেয় আমি কিংবা দেশের বাইরে থেকে কেউ এসে এখানে বিনিয়োগ করবে না।

২০০০ : এই রকম একটি পরিস্থিতিতে কম্পিউটার সমিতির কি করার আছে? কম্পিউটার সমিতি কি উদ্যোগ নিয়েছে সরকারকে এই আইটি নীতি নির্ধারণে?

সবুর খান : আমাদের অনেক কিছুই করার আছে এবং আমরা তা প্রচন্ডভাবেই করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি ইতিমধ্যে আইটি পলিসি নির্ধারণ করেছে। এফবিসিসিআইকে কনভেনার করে আমরা সবগুলো অ্যাসোসিয়েশনকে সঙ্গে নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য আইটি পলিসি তৈরি করে ফেলেছি। এবং আশা করছি এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে আমরা তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করবো। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং কর্মকর্তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে আইটি পলিসি ছাড়া কোনো বিকল্প নেই এবং তারা তা স্বীকার করেছেন।

২০০০ : তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হয়ে গেলো। এই নতুন মন্ত্রণালয় থেকে আপনারা কি আশা করছেন? বাইরের দেশগুলোতে এই বিশেষ মন্ত্রণালয় 'স্মার্ট মন্ত্রণালয়' হিসেবে পরিচিতি পায়। তো এ ব্যাপারে আপনারা কি সরকারকে কোনো সাজেশন দিচ্ছেন?

সবুর খান : হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে, এখন পর্যন্ত আইটি বিষয়ক যত কমিটি হয়েছে, যেমন আইটি টাস্কফোর্স, তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কমিটি, ইসিবি, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বোর্ড অব ইনভেস্টমেন্ট– এগুলোকে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। এসব কমিটিতে আমরা বেশ জোরালোভাবে আমাদের বক্তব্যগুলো উপস্থাপন করছি। এই তো সেদিনই আমরা তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ-উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বোঝাতে সক্ষম হলাম যে, এদেশে যেসব আইটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট রয়েছে সেগুলোর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিক কোনো পদ্ধতি নেই। এজন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অচিরেই এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর রেজিস্ট্রেশন করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হবে এবং খুব শীঘ্রই একটা সেন্ট্রাল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ বিষয়ক সব খবরাখবর পাওয়া যাবে। এতে করে ফাঁকি দেবার প্রবণতা কমে যাবে অনেকখানি।

২০০০ : বর্তমানে বিশেষত টেলিকমিউনিকেশন সেক্টরে সরকার বেশকিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং করছে, যেমন– কলটার্মিনেশান, ভিস্যাটের কথা বলে আইএসপিগুলোকে হয়রানি করা, মাল্টিমিটারিং পদ্ধতির বিলিং সিস্টেম প্রণয়ন। অবশ্য তা পরে স্থগিত করা হয়েছে। আমরা জানি তথ্য প্রযুক্তি বিকাশের জন্য এসবই ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত। কিন্তু সরকার এটা বুঝতে পারছে না কেন? গ্যাপটা কোথায়?

সবুর খান : গ্যাপের কথা বললেই চলে যেতে হয় আগের প্রসঙ্গে। সেটা হলো আমাদের এখনও আইটি পলিসি নেই। নেই কোনো কেন্দ্রীয় সমন্বয়। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ দেশের প্রায় সব শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে। পিডব্লিউডি বহন করে সরকারি প্রায় সব ভবন নির্মাণের দায়িত্ব। কিন্তু ঠিক একইভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কম্পিউটারায়নে

আমার মতে এদেশের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলো সরকার। তারা যদি অনুৎসাহী হন তাহলে স্থানীয় আইটি বাজার তৈরি হবে না, আর সেটি না হলে বিদেশী বাজারের জন্য আমরা প্রস্তুত হবো না, সরকারের ভূমিকাই এখানে মুখ্য

সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কেন্দ্রীয় কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় না। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার। এছাড়া আইএসপিগুলোর ফোনগুলোর ভাড়া কিছু দিন আগে ১৫০ থেকে ১০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছিলো। এছাড়া ভিওআইপি সংক্রান্ত ব্যাপারেও ঢালাওভাবে আইএসপিগুলোকে দায়ী করা হয়। আমরা সবাই এসব সিদ্ধান্তেরও তীব্র প্রতিবাদ করেছি। এবং অনেকটা আমাদের প্রতিবাদের মুখেই সরকার কয়েকটি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে রাজি হয়। মোটের ওপর সরকার যদি সামগ্রিকভাবে অভিন্ন একটা আইটি পলিসি নির্ধারণ করতে পারতো তাহলে এসব সমস্যা হতো না।

২০০০ : আশির দশকে কম্পিউটার সমিতি তাদের কাজ শুরু করলেও কম্পিউটার সমিতি দেশে বিভিন্ন আইটি ইস্যুকে সরকারের সামনে ঠিকমতো কেন তুলে ধরতে পারেনি বলে আপনি মনে করেন?

সবুর খান : ১৯৮৬ সালে কম্পিউটার সমিতি তার যাত্রা শুরু করলেও আমার মনে হয় এটি সর্বজনস্বীকৃত হয় '৯৫ সাল নাগাদ। শুরুর দিকে শুধু নিজেদের ডেভেলপমেন্টের জন্য সমিতি গঠন করা হলেও '৯৩ সালে এটি প্রথম ফ্রন্ট লাইনে আসে হোটেল শেরাটনে কম্পিউটার মেলার মাধ্যমে। '৯৫ সালে যে কমিটি আসে তারা সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পারে। আর '৯৭ সালের কমিটিকে আমি বলব সবচেয়ে বেশি ভূমিকা নিয়েছে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে। আর এ সময়ই সমিতি ওয়ার্ল্ড আইটি অ্যাসোসিয়েশন এবং ওশেনিয়ান কম্পিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য পদ লাভ করে। মূলত এ সময় থেকেই ব্যাপকভাবে এর কার্যক্রম বিস্তার লাভ করেছে।

২০০০ : তাহলে দেখা যাচ্ছে এদেশে আইটি শিল্প যেভাবে এগোচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কম্পিউটার সমিতি সেভাবে এগোয়নি, এটা কি কম্পিউটার সমিতির ব্যর্থতা ছিল না।

সবুর খান : হ্যাঁ এগোয়নি, এটা এক সেন্সে ব্যর্থতাই বলতে পারেন, তবে আমি এ ব্যাপারে যেহেতু তখনকার কমিটিগুলোর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলিনি, তাই এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত আমার পক্ষে টানা সম্ভব নয়।

২০০০ : এবার মেলা প্রসঙ্গে আসি। এবার মেলা হয়েছে সম্পূর্ণ এক নতুন স্থানে। তো সামগ্রিকভাবে এই মেলা থেকে দেশের আইটি সেক্টরের কি লাভ হয়েছে?

সবুর খান : প্রথমত, আইটি সেক্টরে যারা ব্যবসা করে সবারই একটি কমন প্ল্যাটফর্ম দরকার অন্যান্য শিল্পের মতো। মেলা এ ধরনের কমন ক্ষেত্র প্রোভাইড করেছে। আর আমরা সব সময়ই বলে আসছি আইটিকে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই, আর সেক্ষেত্রে মেলা একটি স্বীকৃত হাতিয়ার। দ্বিতীয়ত, আমরা এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি, আইটি ইন্ডাস্ট্রির কল্যাণে কেন্দ্রীয় একটা সমন্বয় দরকার, আইসিটি মন্ত্রণালয় দরকার। এছাড়া এবারই মেলায় প্রথম আমরা প্রধানমন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট করতে পেরেছি। তাছাড়া এবার ১৮০টি স্টল হয়েছে এবং এর মধ্যে ৩০/৩৫টি বিদেশী কোম্পানি তাদের দেশী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মেলায় অংশ নিয়েছে। গত মেলাগুলোতে এটি হয়নি।

২০০০ : আপনি বলছেন তৃণমূল পর্যায়ে কম্পিউটারকে নিয়ে যেতে চান, তো একজন সাধারণ ব্যক্তি গ্রাম থেকে মেলায় এসে ঠিক কতটুকু বুঝতে পেরেছে এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে? তারা তো অনেকেই জানে না কম্পিউটার কি, ইন্টারনেট কি?

আমরা সব সময়ই বলে আসছি আইটিকে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই, আর সেক্ষেত্রে মেলা একটি স্বীকৃত হাতিয়ার

সবুর খান : মূলত এবার মেলায় আমরা সাধারণ দর্শকের কথা মাথায় রেখেই ৯টি সেমিনারের আয়োজন করেছি। আইটি সেক্টরের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এবং আমার দেখা মতে, প্রতিটি সেমিনারই দর্শকে পূর্ণ ছিল। এছাড়া লোকাল সফটওয়্যারগুলোর প্রদর্শনীতেও ভিড় হয়েছে প্রচুর। আমরা এবার লক্ষ্য রেখেছি যাতে বাইরের কোনো সফটওয়্যার বা হিন্দি ছবি যাতে প্রদর্শন করা না হয়, তার ওপর। এছাড়া এবার লোকাল সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোকে উৎসাহ প্রদানের জন্য এদের কাছ থেকে স্টলপ্রতি নিয়েছি মাত্র ১০,০০০ টাকা।

২০০০ : আপনারা বলছেন এটা সাধারণ জনগণের মেলা অথচ প্রবেশ মূল্য রাখা হয়েছে ২০ টাকা করে এটা কি কমানো যেতো না?

সবুর খান : দেখুন এবার মেলা হয়েছে ন্যাম সম্মেলন কেন্দ্রে, প্রতিদিন এর ভাড়া বাবদ আমাদের দিতে হয়েছে ৩ লাখ টাকা। এছাড়া এই মেলায় স্কুলের ছাত্রদের আমরা বিনামূল্যে ঢুকতে দিয়েছি, প্রতিদিন যার সংখ্যা ছিলো ৬ থেকে ৭ হাজার। এছাড়াও আমাদের ইস্যু করা ২০০০ পাস দিয়ে বিনামূল্যে আরও ৬-৭ হাজার লোক প্রতিদিন মেলায় এসেছে। এদের বাদ দিয়ে সেই টার্গেট গ্রুপ তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে কম টাকা আমাদের নেয়া সম্ভব ছিলো না।

২০০০ : কিন্তু সে ক্ষেত্রে অন্য কোনো জায়গায় বা খোলা মাঠে আপনারা মেলার আয়োজন করতে পারতেন, তাতে করে টিকেট ছাড়াই দর্শকদের অংশগ্রহণ সম্ভব হতো।

সবুর খান : মূলত খোলা মাঠে মেলা করলে নতুন প্রোডাক্টগুলোকে ডাস্ট ফ্রি রাখা সম্ভব হতো না। এছাড়া প্রবেশ ফি না থাকলে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সমাবেশ ঘটতো, এটা বন্ধ করা হয়েছে।

২০০০ : অভিযোগ আছে বৃষ্টিতে মেলায় অংশগ্রহণকারী বেশকিছু কোম্পানি অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

সবুর খান : মেলায় বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে দুটি প্রতিষ্ঠানের একটি আমার প্রতিষ্ঠান ড্যাফোডিল, অন্যটি আমাদের কমিটিরই একজন সদস্যের কোম্পানি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা কোনো অভিযোগ করিনি। কারণ বৃষ্টি হবার পরপরই যা করা সম্ভব, আমাদের সংগঠকরা তা করেছে। এরপরও যারা অভিযোগ তুলেছেন আমার মনে হয়, তারা এই কাজ শ্রেফ বাহবা পাবার জন্যই করছেন।

২০০০ : ঢাকা ছাড়া অন্যান্য স্থানে মেলা করবার পরিকল্পনা কি আপনাদের আছে?

সবুর খান : হ্যাঁ, আমরা অচিরেই চট্টগ্রামে মেলা করার পরিকল্পনা নিয়েছি। সারা দেশে মেলা আয়োজন এবং বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে কম্পিউটারভিত্তিক একটি সচেতনতা তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

২০০০ : শুধু মেলা করার মাধ্যমে কি গণসচেতনতা তৈরি করা সম্ভব?

সবুর খান : না, অবশ্যই না। মেলাটা হচ্ছে একটি মাধ্যম। এর বাইরেও সরকারের সঙ্গে এবং বিভিন্ন ফোরামের সঙ্গে কম্পিউটার সমিতি কথা বলে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রস্তাব আমরা তাদের সামনে রাখছি। যেমন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আমরা বসেছিলাম। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পুরনো কম্পিউটার আমদানি করতে চাচ্ছে। আমরা বলেছি যদি শিক্ষার জন্য হয় তাহলে ঠিক আছে। আর যদি বিক্রির জন্য হয় তাহলে মানুষ প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সরকার কিন্তু গতবার পুরনো কম্পিউটার আমদানি করা পাস করে ফেলেছিল আমরা রোধ করেছি।

২০০০ : নতুন একটি সরকার ক্ষমতায়। আপনারা এই সরকারের সঙ্গে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা, দাবি-দাওয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে মানসিকতা কি? তারা কি আসলেই বোঝে তথ্যপ্রযুক্তির জন্য কি করা প্রয়োজন? কারণ নির্বাচনের সময় বিএনপি সরকারের ম্যানিফেস্টোতে ছিল 'ইন্টারনেট ভিলেজ তৈরি করা হবে এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রোগ্রামার তৈরির জন্য বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করা হবে।' এসব কথার কি অর্থ হতে পারে? তারা যে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে কোনো খোঁজ খবর রাখে না, এ কথা দিয়েই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের মানসিকতার কি পরিবর্তন করা সম্ভব?

সবুর খান : আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে, সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা থাকেন তাদের ইনফরমেশন টেকনলোজি সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই। তাদের সেকেন্ড জেনারেশনে যারা আছেন তারা আবার আইটি সম্পর্কে সচেতন। এজন্য আমরা আশাবাদী। তবে আমরা বিশ্বাস করি, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের জন্য যা যা করার দরকার এই সরকার অবশ্যই সেসব পদক্ষেপ নেবে। কারণ আইটি সেক্টরের ব্যাপারে সরকার খুব লিবারেল। এক্ষেত্রে কি কি উন্নতি করা যায় সে ব্যাপারে সবসময়ই আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু এই আলোচনা কতদিন ধরে চলবে, আর বাস্তবায়ন কবে হবে তাতো আমি বলতে পারছি না। সরকারের সঙ্গে কাজ করবার অভিজ্ঞতা আমার বেশ কম। আমার তো মনে হয় সরকার আইটির উন্নয়নের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর, তবে এ সেক্টরে প্রবীণ আমার এক সহকর্মীর মতে প্রতিটি সরকারই সবসময় উন্নয়নের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর থাকেন। কিন্তু কাজ হয় না কখনোই। এখন সরকার সফল হচ্ছে কিনা সেটি বোঝা যাবে আজ থেকে ছয় মাস, এক বছর পর। আমার মতে এদেশের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলো সরকার। তারা যদি অনুৎসাহী হন তাহলে স্থানীয় আইটি বাজার তৈরি হবে না, আর সেটি না হলে বিদেশী বাজারের জন্য আমরা প্রস্তুত হবো না, সরকারের ভূমিকাই এখানে মুখ্য।